

পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ ২১ নম্বর ছিপারা

পয়লা পিতর

পরিচিতি

আল্লা পাকর হুকুমে হজরত ইছার সাহাবি হজরত পিতরে (রা:) অউ ছহিফা রোমান বাদশাইর রাজধানি রোম টাউন থাকি লেখছইন, অউ রোম টাউনরে মুমিন অকলে নাফরমান বাবিল টাউন কইয়া ডাকিতা। তাইন নানান দেশর মাজে ছিতরিয়া থাকা ইছায়ী ইমানদার অকলর গেছে চিঠির আকারে লেখছইন। হজরত ইছায় বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৮-৩০ বছর বাদে ইখান লেখা অইছে।

জুলুম আর দুখ-মছিবতর সময় ইমানদার অকলরে বুজ দেওয়ার লাগি তাইন ই ছহিফা লেখছইন। অউ সময় যেরা হজরত ইছার উপরে ইমান আনছলা, তারা সাধারণ মানষর গেছে ঠাট্টা-মশকরার চিজ বনি গেছলা। এরলাগি হজরত পিতরে অউ ছহিফার মাজদি তারারে সাওস যুগাইছইন।

অউ ছিপরার ২ রুকু ৫ আয়াতো আছে, “তুমরা তান তরিকা কবুল করায়, তুমরারে জিন্দা পাথরর লাখান আল্লা পাক রইবার পবিত্র কাবা ঘর বানানি অর। এরলাগি আল্লাই ইমাম ছাব হিসাবে তুমরারে আলাদা করি রাখা অইছে, যাতে তুমরা অউলা রুহানি কুরবানি দেও, যেতা ইছা আল-মসীর খাতিরে আল্লায় কবুল করইন।”

এরমাজে আছে,

- (ক) নাজাতর আশা আর পবিত্র অওয়ার দাওত ১:১-২:৩ আয়াত
(খ) আল্লার ঘরর জিন্দা পাথর বনিয়া জিন্দেগি কাটাও ২:৪-২৫
(গ) জামাই-বউর লাগি হুকুম ৩:১-৭
(ঘ) দুখ-কষ্টর বাদে মহা পুরুস্কার ৩:৮-৪:১৯
(ঙ) গুলামির বেশে খেজমত করো ৫ রুকু

১ আল্লার পছন্দ করা যতো বন্দা অকল পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্লাদকিয়া, আছিয়া আর বিথুনিয়া দেশো ছিতরিয়া ভিন-দেশি হিসাবে বসত কররা, তারার গেছে আমি আল-মসীর সাহাবি পিতরে অউ ছহিফা খান লেখরাম। ২ গাইবি বাফ আল্লায় তান মুনশায় তুমরারে পছন্দ করছইন আর পাক রুহে পবিত্র করছইন। এর উদ্দেশ্য অইলো, তুমরা যাতে ইছা আল-মসীর বাইধ্য অও আর তান লউ ছিটাইয়া তুমরারে পাক-ছাফ করা অয়।

আল্লায় তুমরারে বেশ করি রহমত আর শান্তি দান করউক্লা।

ইমানদার অকলর নাজাতর আশা

৩ হউ আল্লা পাকর তারিফ অউক, যেইন আমরার মালিক ইছা আল-মসীর মাবুদ আর গাইবি বাফ। তাইন ইছা আল-মসীরে মরা থাকি জিন্দা করিয়া, তান মহা দয়ায় আমরারে নয়া জনম দান করছইন, এতে আমরা এক জিন্দা আশা পাইছি। ৪ মানি আমরা অলা এক ধনর আশা পাইছি, যে ধন কুনুদিন নষ্ট অইতো নায়, হারা জীবন নয়া থাকব, এর মাজে খারাপ কুস্তা থাকতো নায়। নাজাতর ই ধন তুমরার লাগি বেহেস্তো রাখা অইছে। ৫ তুমরা পুরাপুর নাজাত না পাওয়া পর্যন্ত, আল্লাই শক্তিয়ে ইমানর মাজদি তুমরারে হেফাজতে রাখা অইছে। অউ নাজাত ঠিক করা অইছে, আখেরাতর সময় জাইর অওয়ার লাগি। ৬ যুদিও কয় দিনর লাগি নানান জাত পরিক্ষার মাজদি তুমরা অখন দুখ-কষ্ট কররায়, তা-ও অউ নাজাতর আশায় তো তুমরার মন খুশিয়ে ভরা। ৭ অউ পরিক্ষা অকল চলের, তুমরা যেন ইমানে খাটি অখান পরমান কররার লাগি। আর ইছা আল-মসীর জাইর অওয়ার সময়, তুমরা যানু তারিফ, গৌরব আর সম্মান পাও। যে সোনা ক্ষয় অইয়ায়, অউ সোনারেও আগুনিত পুড়িয়া যাচাই করা অয়। আর তুমরার ইমানর দাম তো অউ সোনার চাইতেও বউত বেশি, এরলাগি অউ পরিক্ষা চলের। ৮ যুদিও আল-মসীরে তুমরা দেখছো না, তেবউ তুমরা তানরে মহস্বত কররায়। আর অখনও তানরে চউখে না দেখলেও, খুশি অইয়া তানরে একিন কররায়, ই খুশি তো ভাষায় কওয়া যায় না, ইতা খালি বেহেস্তি খুশি। ৯ কারন তুমরার ইমানর আখেরি ফল পাইরায়, ইকটা অইলো তুমরার জানর পুরাপুর নাজাত।

৫০ যে দোয়া তুমরার পাওয়ার কথা, ই বেয়াপারে বউত আগে নবী অকলে বাতাইছইন। তারা অউ নাজাতর বেয়াপার জানার লাগি বউত খুজ-খবর করছইন। ৫১ তারার দিলো আল-মসীর রুহে আগেউ সাক্ষি দিয়া কইছইন, তানরে কষ্ট করতে অইবো আর বাদে তাইন মহিমা পাইবা। নবী অকলে জানতা চাইছলা, আল-মসীর অউ রুহে কুন সময়কুর আর কুন হালতর কথা তারারে জানাইরা। ৫২ অইলে আল্লায় তারারে দেখাইয়া দিছইন, তারা যেতা বাতাইরা ইতা দিয়া তারার নিজর খেজমত না করিয়া, তুমরার খেজমত কররা। আছমান থাকি পাঠাইল পাক রুহ দিয়া, যেরা তুমরার গেছে আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করছইন, তারা তুমরারে নবী অকলর কথাউ জানাইছইন। ফিরিস্তা অকলেও ইতা বেয়াপার জানার লাগি খিয়ালি।

পাক-পবিত্র অওয়ার দাওত

৫৩ এরলাগি তুমরার মনরে হজাগ করো আর নিজরে সামলাইয়া রাখে। আল-মসী জাইর অওয়ার বাদে যে রহমত তুমরা পাইবায়, অউ রহমতি নাজাত পাওয়ার লাগি পুরাপুর আশা লইয়া তুমরা বার চাও। ৫৪ তুমরার আগর অবুজ হালতর খারাপ কাম-কাজ মারফিক জিন্দেগি কাটাইও না, বরং আল্লার হুকুম মানরা আওলাদ হিসাবে দিন কাটাও। ৫৫ যেইন তুমরারে দাওত দিছইন, তাইন যেলা পবিত্র, তুমরাও অউলা হকল চলা-ফিরাত পবিত্র অও। ৫৬ পাক কিতাবো আল্লায় কইছইন, “আমি পবিত্র, এরলাগি তুমরাও পবিত্র অও।”

৫৭ আল্লায় পরতেক মানষর আমল-নমা দেখিয়া বিচার করইন, কেউর মুখর বায় চাইয়া বিচার করইন না। এরলাগি তানরে যুদি তুমরা গাইবি বাফ ডাকো, তে যতদিন তুমরা অউ দুনিয়াত মুছাফির হালতে থাকবায়, অতদিন তুমরা তানরে ডরাইয়া জিন্দেগি কাটাও। ৫৮ তুমরা জানো, তুমরার বাফ-দাদা থাকি পাওয়া বেকামা চাল-চলনর পথ থাকি, ক্ষয় অওয়ার জুকা সোনা-রুপার লাখান কুনুতা দিয়া তুমরারে আজাদ করা অইছে না। ৫৯ বরং তুমরারে আজাদ করা অইছে, আল-মসীর মহা দামি লউ দিয়া, নিখুত-নিস্কলংক মেড়ার বাইচ্চার লউ দিয়া। ৬০ দুনিয়া পয়দা অওয়ার আগেউ আল্লায় তানরে ঠিক করি রাখছইন, অইলে অউ হেশ-মেশ সময় তাইন

তুমরার লাগিউ জাইর অইছইন। ২১ আল্লায় এনরে মরা থাকি জিন্দা করি তুলিয়া মহিমা দান করছইন আর তান মাজদি তুমরা আল্লার উপরে ইমান আনছো। এরলাগিউ তুমরার ইমান আর আশা আল্লার উপরেউ আছে।

২২ অখন হক-হালালি মানিয়া, তুমরার দিলরে পাক-ছাফ করছো আর ইমানদার ভাই অকল যেবলা তুমরার গেছে মায়ার মানুষ অইছইন, তে আমি কইরাম, তুমরা একে-অইন্যরে দিলে-জানে মায়া করো। ২৩ যে বিছ নষ্ট অইয়ায়, তুমরার জনম তো ইলা বিছর নায। বরং যেতা নষ্ট অয় না, অতা থাকিউ তুমরার নয়া জনম অইছে। অউ বিছ অইলো আল্লার চিরকালিন জিন্দা কালাম। ২৪ পাক কালামো লেখা আছে,

হকল মানুষউ ঘাসর লাখান,
ঘাস ফুলর লাখান তারা সুন্দর;
ঘাস হুকাই যায়, ফুলও ঝরি যায়,
খালি আল্লার কালাম রয় চিরকাল।

আর অউ কালামউ অইলো খুশ-খবরি, যেতা তুমরার গেছে তবলিগ করা অইছে।

২ এরলাগি অইন্য মানষর খেতি করার হকল জাত কু-মতলব, ছল-চতুরি, ভন্ডামি, ইংসা, আর হকল জাত নিন্দার মাত-কথা তুমরার দিল থাকি হরাই দেও। ২৫ গেদা হুরুতাইন্তর দুধর পিয়াছর লাখান তুমরা খাটি রুহানি দুধর খিয়ালি অও, আর অউ দুধ খাইয়া খাইয়া যানু তুমরা বড় অইয়া নাজাত পাও। ২৬ মালিক ইছার মেহেরবানির মজা তো তুমরা পাইছোউ।

আল্লার ঘরর জিন্দা পাথর

২৭ তে তুমরা তান গেছে আও। তাইনউ অইলা আগর নবী অকলর কওয়া হউ “জিন্দা পাথর”, যে পাথররে মানষে দাম দিছে না, অইলে আল্লার গেছে ইকটা মহা দামি আর পছন্দর পাথর। ২৮ আর তুমরা তান তরিকা কবুল করায়, তুমরারেও জিন্দা পাথরর লাখান আল্লা পাক রইবার পবিত্র কাবা ঘর বানানি অর। এরলাগি আল্লাই ইমাম ছাব হিসাবে তুমরারে

আলাদা করি রাখা অইছে, যাতে তুমরা অউলা রুহানি কুরবানি দেও, যেতা ইছা আল-মসীর খাতিরে আল্লায় কবুল করইন। ৬ আল্লার কালামো আছে:

হুনো, আমি একটা মহা দামি পাথর পছন্দ করছি;
 ইকটারে জেরুজালেমো ইয়ান খুটি হিসাবে গাড়িছি।
 যে জনে তান উপরে ইমান আনে,
 হে কুনুমন্তেউ শরমিন্দা অইতো নায়।

৭ আর তুমরা ইমান আনায়, তুমরার গেছে হউ পাথর মহা দামি অইগেছে।
 অইলে যেরা ইমান আনছে না, তারার বেলায় কিতাবর অউ কথাউ খাটে:

রাজ মেস্তাইর অকলে যে পাথররে বেকামা কইয়া ফালাই দিছিল,
 অকটা দিয়াউ ঘরর ইয়ান খুটি অইলো।

৮ আর,

ইকটা অউলা পাথর, যে পাথরো মানষে উষ্টা খাইব,
 তারার আছাড় খাইয়া পড়ার কারন অইবো।

মানষে আল্লার কালাম মানে না, গতিকেউ উষ্টা খায়। ইতা তো তারার
 কপালি দশা।

৯ অইলে তুমরা তো ইলা নায়, তুমরা অইলায় আল্লার পছন্দ করা
 খান্দান, বাদশাই ইমামর দল, পবিত্র জাতি, তান আপন প্রজা। তাইন
 তুমরারে আন্দাইর থাকি নিজর নুরর ফরো দাওত করি আনছইন, তান
 গুনগান করার লাগি। ১০ আগে তো তুমরা আল্লার প্রজা আছলায় না, অইলে
 অখন অইছো। আগে তান মায়া-মহব্বতও পাইছো না, অখন পাইছো।

আল-মসীর নমুনায় জিন্দেগি কাটাও

১১ ভাই অকল, ই দুনিয়াত তুমরা মুছাফির হিসাবে আমি তুমরারে
 মিনত করি কইরাম, তুমরা শরিলর বদ খাইশ থাকি বাচিয়া রও, ইতায় তো

তুমরার রুহর বিপক্ষে যুদ্ধ করে। ১২ যেরা আল্লারে চিনে না, তারার মাজে তুমরা হক পথে চলো। তেউ তারা তুমরারে দুষি কইয়া নিন্দা করলেও, তুমরার হকল ভালা কাম দেখিয়া কিয়ামতর দিন আল্লার গৌরব করবো।

১৩ তুমরা মালিক ইছার খাতিরে মানষর বানাইল শাসন-বেবস্তা মানিও। দেশর রাজারে মানিও, এইন তো দেশর পরধান। ১৪ তান মন্ত্রী আর হাকিমরে মানিও, অপরাধির সাজা আর ভালা জনরে পুরুস্কার দিবার লাগি তাইন এরায়ে রাখছইন। ১৫ আল্লার মুনশা অইলো, তুমরা ভালা কাম করিয়া বুড়বক মানষর বেকামা মাত-কথা বন্দ করে। ১৬ তুমরা নিচ্চয় স্বাধীন, তা-ও নাফরমানিরে গুরিয়া রাখার লাগি ই স্বাধীনতা বেবহার করিও না। বরং নিজরে আল্লার গুলাম মনো করে। ১৭ হকল মানষরে ইজ্জত করে, তুমরার ইমানদার ভাই অকলরে মহব্বত করে, আল্লারে ডরাও আর দেশর রাজারে ইজ্জত দেও।

১৮ আর বাড়ির গুলাম অকলরে কইরাম, তুমরা মুনিবরে ইজ্জত দেও আর তারার কথাত রও। যে মুনিব ভালা আর দয়ালু, খালি যেন তারার কথাত থাকতায়, ইলা কুস্তা নায়। অইলে যেরা কটু বেবহার করে, তারার কথাতও রও। ১৯ অলা কেউ যদি খামোখা দুখ-কষ্ট পায় আর আল্লারে মনো রাখিয়া ইতা সহ্য করিলায়, তে পুরুস্কার পাইব। ২০ অবইশ্য অপরাধর লাগি মাইর খাইয়া তুমরা যদি সহ্য করো, তে তারিফ করার কুস্তা আছে নি? অইলে ভালা কামর লাগি তুমরা যদি কষ্ট পাইয়াও সহ্য করিলাও, তে ইতা আল্লার দরবারো তারিফর লাখ, ২১ আল্লায় তুমরারে অতার লাগিউ দাওত দিছইন। আল-মসীয়েও কষ্ট সহ্য করিয়া নমুনা দেখাইছইন, তে তুমরাও তান পাওর তালে তালে চলো।

২২ তাইন কুনু গুনা করছইন না,
তান মুখো আছিল না কুনু ছল-চতুরি।

২৩ মানষে তানরে গালি দিলেও, তাইন ফিরিয়া গালি দিছইন না। কষ্টর সময় এর বদলা লইবা কইয়া ডর-ভয়ও দেখাইছইন না, বরং যেইন হক বিচার করইন তান আতো নিজরে সপি দিছইন। ২৪ তাইন নিজর শরিল দিয়া আমরার গুনর বোঝা বইছইন গাছর টুকরার সলিবো, যাতে গুনর বাবতে আমরা মরিয়া হারি, পাক-পরেজগারিয়ে জিন্দা রই। তান শরিলর

কাটা-চিরায় তুমরার শিফা অইছে। ২৫ আগে তো তুমরা বে-পথে যাওয়া মেড়ার লাখান আছলায়, অইলে যে রাখালে তুমরার দিলর দেখা-হুনা করইন, অখন তান গেছেউ ফিরিয়া আইছে।

জামাই-বউর লাগি হুকুম

৩ অলাখান, জামাইর ঘরর হকল বউয়াইন্তরে কইরাম, তুমরা যারযির জামাইর কথায় চলো। যুদিও কুনু কুনু জামাইয়ে আল্লার কালামরে দাম দেয় না, তা-ও তুমরার চাল-চলনে যানু তারারে আল-মসীর বায় টানিয়া আনে। তেউ ই বেয়াপারে তুমরার এখান কথাও মাতা লাগতো নায়। ৪ তুমরার পবিত্র জিন্দেগির হালত দেখিয়া, আর আল্লার ডর-খফে চলা দেখিয়া তারা নিজেউ আইবো। ৫ নানান নমুনায় হাজি-পাড়ি চুলর খোপা বান্দিয়া, সোনা-রুপার গয়না লাগাইয়া, আর দামি দামি কাপড় ফিন্দিয়া নিজরে হাজানিত রইও না। ৬ বরং যে সুন্দর কুনুদিন নষ্ট অইতো নায়, হউ নমুনায় চলা-ফিরা আর শান্তির খাইছলত দিয়া নিজর দিলরে হাজাও। আল্লার নজরো অতাউ তো মহা দামি। ৭ ঠিক অলাখান আগর জমানার আল্লাওয়লা বেটিন্তে, আল্লার উপরে ভরসা করিয়া জামাইর বাইধ্য রইয়া নিজরে হাজাইতা। ৮ হজরত ইব্রাহিমর বিবি ছায়রাও তান জামাইর বাইধ্য আছলা আর তানরে মুনিব কইয়া ডাকিতা। তুমরাও মানষরে না ডরাইয়া যুদি নেক কাম করো, তে অকটাউ পরমান অইবো, তুমরা বিবি ছায়রার যোইগ্য আওলাদ।

৯ আর জামাই অকলরেও কইরাম, তুমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইয়া বউর লগে চলো। তারাও তো তুমরার লগর কমজুর মানুষ আর আল্লার রহমতর দান হিসাবে তারাও তুমরার লগে জিন্দেগি পাইব। এরলাগি তারারে ইজ্জত দেও, যাতে আল্লার দরবারো তুমরার মুনাজাত বেকামা না যায়।

নেক কামর লাগি দুখ-কষ্ট করো

১০ হেশে হকলরে কইরাম, তুমরা হকল এক-দিলা অও, একে-অইন্যর দুখে দুখি অও, ভাইয়াইন্তরে মায়া করো, দয়ালু আর নরম দিলর মানুষ অও। ১১ অইন্যায়র বদলা অইন্যায় করিও না, কেউ গালি দিলে ফিরিয়া

গালি দিও না। বরং তারার লাগি দোয়া চাইও, অলা চলার লাগিউ আল্লায় তুমরারে দাওত দিছইন, ইলা করলে তুমরা রহমত পাইবায়। ১৩ যেলা জবুর শরিফো আছে,

যে জনে সুখি জিন্দেগি কাটাইতো চায়

আর সুদিন দেখার আশা করে,

হে বাদ কথা থাকি তার জিফরারে,

ছল-চতুরি থাকি ঠোটেরে সামলাউক।

১৪ বাদ কাম থাকি ফিরিয়া ভালা কাম করউক,
শান্তির আশিক অইয়া এর খরে খরে রউক।

১৫ পরেজগারর উপরে তো মাবুদর নজর,
তারার দোয়া হুনর লাগি তান কান খাড়া,
অইলে বাদ কাম কররার উপরে,
মালিক-মউলার বদ নজর।

১৬ তুমরা যুদি ভালা ভালা কামর আশিক অও, তে কে তুমরার খেতি করব?

১৭ পরেজগারির পথে চলার লাগি যুদিও তুমরার কষ্ট অয়, তা-ও তুমরা মুবারক। আর তুমরারে যেতায় ডর দেখাইন ইতারে ডরাইও না, অস্তির অইও না, ১৮ বরং আল-মসীরে নিজর দিলো মালিক হিসাবে কবুল করো। তুমরার আশা-ভরসা যুদি কেউ জানতো চায়, তে তার জুয়াপ দিবার লাগি হামেশা জুইত রইও। ১৯ অইলে ই জুয়াপ নরম সুরে দিও। তুমরার দিল ছাফ রাখিও, ইছায়ী উম্মত হিসাবে যেরা তুমরার ভালা চাল-চলনর নিন্দা করে, তারা যানু শরমিন্দা অয়। ২০ বদ কাম করিয়া কষ্ট পাওয়া থাকি তো, আল্লার মর্জি অইলে নেক কাম করিয়া কষ্ট পাওয়া বউত ভালা।

২১ মনো রাখিও, আমরার গুনর মাফির লাগি আল-মসীয়েও একবার কষ্ট করছইন, নাফরমানরে বাচানির লাগি হউ পরেজগার জনে জান দিছইন, আমরারে আল্লার দরবারো পৌছানির লাগি। শরিলে তানরে মারা অইছিল, অইলে রুহে জিন্দা করা অইছে। ২২ আর রুহে তাইন বন্দি রুহ অকলর গেছে গিয়া তবলিগ করছইন। ২৩ অউ রুহ অকল তো নুহ নবীর জমানার অবাইধ্য মানষর রুহ। তান জাজ বানানির সময়, আল্লার লাম্বা ছবরগারির কালো এরা অবাইধ্য রইছইন, অউ জাজো উঠিয়া খালি

আট জন মানষে গজবি পানি থাকি জান বাচাইছিল। ৩১ ই পানি অইলো আল-মসীর নামে তরিকাবন্দির একটা নিশানা, যেতায় অখন তুমরার জান বাচে। তরিকাবন্দিয়ে তুমরার শরিলর ময়লা ছাফ অয় না, খালি আল্লার দরবারো ছাফ দিলর সায় দেয়। হজরত ইছা আল-মসী মরা থাকি জিন্দা অইয়া উঠায় তুমরার জান বাচে, ৩২ তাইন বেহেস্তো গেছইন আর আল্লা পাকর ডাইন গালার তখতো বওয়াত আছইন। আছমানর ফিরিস্তা অকল, খেমতার মালিক অকল আর রাজা অকল তান অধীনে আছইন।

আল্লাই ধনর খাজাঞ্চি অইয়া খেজমত করো

৪ আল-মসীয়ে নিজর শরিলো কষ্ট সহ্য করছইন করি, তুমরার দিলর ভাবরেও অলাখান করো। শরিলো যার কষ্ট অইছে, হে তো গুনার জালো বন্দি রইছে না। ৩৩ এরলাগি হে যতদিন দুনিয়াত আছে, অতদিন বদ খাইশে না চলিয়া খালি আল্লাই মুনশায় জিন্দেগি কাটায়। ৩৪ আল্লারে যেরা চিনে না, তারার লাখান তুমরাও আগে জিনা-বদমাইশি, মউজ-ফুর্তি, মাতলামি, হৈ-হুল্লা আর জগইন্য মুর্তিপুজা করিয়া দিন কাটাইতায়। ৩৫ অইলে অখন তুমরা তারার লগে অইয়া অলাখান বেসামাল নাফরমানি কররায় না দেখিয়া, তারা তাইজ্জুব বনিয়া তুমরার নিন্দা গাইরা। ৩৬ তা-ও যেইন জিন্দা আর মুর্দা অকলর বিচারর লাগি জুইত আছইন, তারা তান গেছেউ হিসাব-নিকাশ দিতে অইবো। ৩৭ এরলাগিউ মুর্দা অকলর গেছেও খুশ-খবরি তবলিগ করা অইছিল, যাতে মানুষ হিসাবে তারার শরিলি বিচার অইলেও, রুহানি জগতো তারা আল্লার লাখান জিন্দা রইন।

৩৮ অখন তো হক্কলতার হেশ সময় অইছে। এরলাগি তুমরার মনরে ঠিক করো, নিজরে সামলাইয়া রাখো, যাতে মুনাজাতো কামিয়াব অও।

৩৯ আসল কথা অইলো, তুমরা একে-অইন্যরে দিল থাকি মহব্বত করো, কারন মায়া-মহব্বতে বউত গুনা গুরিয়া রাখে। ৪০ কুনুজাত বিতিশনা না দেখাইয়া, তুমরা একে অইন্যর মেহমানদারি করো।

৪১ আল্লার গেছ থাকি যেইন যেলাখান নিয়ামত পাইছো, অউ ধনর খাটি খাজাঞ্চি হিসাবে ইতারে একে-অইন্যর খেজমতো লাগাও। ৪২ কেউ যদি তবলিগ করইন, তে অউ লাখান করউক্কা যাতে বুজা যায়, ইতা আল্লাই বুলি। আর যেইন খেজমত করইন, এইন আল্লার দেওয়া বল-শক্তিযে

খেজমত করউক্কা, যাতে হক্কলতাতউ আল-মসীর উছিলায় আল্লার তারিফ অয়। তারিফ আর কুদরতি খেমতা হর-হামেশা তানউ। আমিন।

ইছায়ী ইমানদার হিসাবে কষ্টভোগ

☞ ভাই অকল, তুমরা অখন জীবন-মরন পরিক্ষাত পড়িয়া তাইজ্জুব অইও না, মনো করিও না ইতা আচানক কুস্তা ঘটের। ☞ বরং তুমরা আল-মসীর কষ্টর ভাগি অইরায় করি খুশি করো, যাতে তান মহিমা জাইর অওয়ার সময়ও তুমরা আমোদ-ফুর্তিয়ে খুশি-বাসি করতায় পারো। ☞ আল-মসীর নামর লাগি তুমরা যুদি বেইজ্জত অও, তে তুমরা নেক-কপালি। কারন আল্লার মহিমাআলা পাক রুহ তুমরার উপরে আছে। ☞ তুমরার মাজর কেউ যানু চুরি, খুন বা কুনুজাত অপরাধি হিসাবে, এমনকি পরর কামে নাক গলাইয়া কষ্ট না করউক। ☞ অইলে কেউ যুদি ইছায়ী ইমানদার হিসাবে দুখ-কষ্ট করে, তে হে শরমিন্দা না অউক, বরং ইছায়ী পরিচয়র লাগি আল্লার তারিফ করউক। ☞ বিচারর সময় আইছে, আর আল্লার পছন্দ করা বন্দা অকলরেদিউ বিচার শুরু অইবো। ইতা যুদি আমরার মাজ থাকিউ শুরু অয়, তে যেরা আল্লার খুশ-খবরি মানছে না, তারার দশা কিলান অইবো? ☞ আল্লার কালামো আছে,

আল্লারাইয়া মানষর জানর ছদমা অইলে,
গুনাগার আর বে-দীনে মুখ লুকাইবো কুয়াই?

☞ অইলে আল্লার মর্জিয়ে যেরা দুখ-কষ্ট করে, তারা নেক কাম করি করি নিজর জানরে হউ হক-হালাল পয়দা কররার আতো সপি দেউক।

গুলামির বেশে খেজমত করো

☞ অখন জমাতর মুরক্বি অকলরে কইরাম, আমিও তো একজন মুরক্বি, আমি নিজর চউখে আল-মসীর দুখ-কষ্ট দেখছি, আর তান যে মহিমা জাইর অইবো, অউ মহিমাও শরিক অইমু। আমি মিনত করি কইরাম, ☞ আল্লাই যে মেড়ার পাল তুমরার আওতায় আছইন, এরার

রাখালি করো। তারার ইমামতি করো, করা লাগবো করি না করিয়া বা দুনিয়াবি লাভর আশায় না করিয়া, খুশ দিলে করো। আল্লায় তো অলা ইমামতিউ আশা করইন। ৩ তুমরার আওতায় যেরা আছে, এরার উপরে মুছদ্দি করিও না, বরং পালর রাখালি করিয়া তারার গেছে নমুনা বনো। ৪ তেউ হউ পরধান রাখাল ইছায় য়েবলা দুনিয়াত হিরবার তশরিফ আনবা, অউ সময় তুমরা পুরুষ্কার হিসাবে অলা এক জয়র মালা পাইবায় যেতা কুন্দিন বিনাশ অইতো নায়। ৫ অউ লাখান জুয়ান অকলেও তুমরার মুরব্বিরে মানিয়া চলো। গুলামির বেশে হকলেউ একে-অইন্যর খেজমত করো, য়েলা আল্লার কালামো আছে,

আল্লায় অহংকারির বিরুদ্ধে থাকইন,
নরম দিলর মানষরে রহম করইন।

৬ এরলাগি আল্লার খেমতার ছামনে তুমরা নতো অও, তেউ সময় মতো আল্লায় তুমরারে উচা করবা। ৭ আল্লায় তো তুমরারে লইয়াউ চিন্তা করইন, এরলাগি হকল চিন্তা-ভাবনার ভার তান উপরে দিলাও।

৮ তুমরা নিজরে সামলাইয়া রাখো আর হুশিয়ার অও। কারন তুমরার দুশমন ইবলিছে গর্জন কররা বাঘর লাখান, তুমরারে খাইলিতো করি খাপ ধরিয়া ঘুরের। ৯ এরলাগি ইমানে মজবুত রইয়া তার মুকাবিলা করো। তুমরা তো জানো, দুনিয়ার হকল জাগাত তুমরার ইমানদার ভাইয়াইন্তে একই লাখান দুখ-কষ্ট করের।

১০ রহমানুর রহিম আল্লা পাকে তুমরারে দাওত দিছইন আল-মসীর লগে অইয়া তান চিরস্থায়ী মহিমার ভাগি অওয়ার লাগি। থুড়া কয়দিন দুখ-কষ্ট করিয়া হারলে, তাইন নিজেউ তুমরারে ঠিক-ঠাক করবা আর থির রাখবা, তুমরারে বলবান করিয়া মজবুত খুটির উপরে খাড়া করাইবা।

১১ তান রাজ-খেমতা হর-হামেশা জারি রউক। আমিন।

শেষ কথা

১২ অউ চিঠিখান আমি সিলাছ মহরির ছাবরেদি খুব কম কথায় তুমরার গেছে লেখাইছি, আমি তানরে হক-হালাল ভাই মনো করি। আমি চাইরাম

আল্লার খাছ রহমতর অউ সাক্ষি হুনিয়া তুমরার সাওস বাড়উক, আর তুমরা অনো থির অইয়া রও।

🕌 আল্লায় তুমরার লগে যেরারে পছন্দ করছইন, হউ বাবিল টাউনর মুমিন অকলে তুমরারে ছালাম জানাইরা, আর আমার ধর্মর পুয়া মার্কুছেও তুমরারে ছালাম জানাইরা। 🕌 তুমরা একে-অইন্যে মহব্বতে গলাগলি করিও। তুমরা যেরা আল-মসীর আপন জন অইছো, তুমরার উপরে শান্তি নাজিল অউক। আমিন॥
